২৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JAN 27 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

তারা পেটের তাগিদে কাজ করে ক্ষেতে-খামারে বাসায় দোকানে

কুমিল্লা জেলায় ১৫ লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে চির বঞ্চিত

কুমিল্লা থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ কুমিল্লার ১২টি থানার লাখ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অশিক্ষা, অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও দারিদ্র্যের কারণে অভিভাবক পিতা-মাতা তাদের ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন কাজকর্মে লাগিয়ে টাকা-পয়সা উপার্জন ও ভরণপোষণের ব্যয়ভার মিটাচ্ছে। ফলে জেলার সর্বত্র দিন দিনই শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সময়ে শিশু-কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েরা বই, খাতাপত্র, কলম নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন করবে, সে সময় তারা নিরুপায় হয়ে পেটের জ্বালা মেটানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, হোটেল-রেস্তোরাঁ, বেকারী, মিল, ফ্যাক্টরী, মুদি দোকান, ওয়েল্ডিং কারখানা, ইটখোলা, কাঁচামালের দোকান, বিড়ির ফ্যাক্টরী, মোটর গ্যারেজ, টেম্পোসহ বিভিন্ন যানবাহন ও বাসা-বাড়ীতে শ্রমিকের পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়াও কিশোর বয়সের ছেলেরা পকেটমার থেকে শুরু করে কুখ্যাত চোরাচালানীদের সহযোগীসহ নানা প্রকারের অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। এসব কিশোর ও শিশুশ্রমিক শুধুমাত্র খাদ্যের বিনিময়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেতে-খামারে বা গৃহভৃত্য হিসেবে কাজ করছে। শিশু শ্রমিকের কাজেকর্মে কেবলমাত্র ছেলেরাই নয়, গ্রামগঞ্জের বিভিন্ন বাসভবনে খাওয়া-পরার বদলে মেয়েরাও গৃহ পরিচারিকা হিসেবে কাজ করছে। গৃহস্বামী বা মালিকের দেয়া দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ও কাপড়, কোথাও বা সামান্য মজুরীর বিনিময়ে শিশু-কিশোররা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছে।

কুমিল্লা জেলার বরুড়া, লাকসাম, নাঙ্গলকোট, চান্দিনা, বুড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া, দেবীদ্বার, দাউদকান্দি ও মুরাদনগর থানার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ হবে বলে ধারণা করা যায়। এ প্রেক্ষিতে একটি থানায় সরেজমিনে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, অভিভাবকদের চরম অজ্ঞতার কারণে এ থানায় ১ লাখ ২ হাজার শিশু-কিশোর শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে। থানার প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায় যে, এ থানায় ১শ' ৭৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৭টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৪টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯টি স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০টি উদ্দীপন প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশু-কিশোরের সংখ্যা ৯৬ হাজার ১শ' ৭৫ জন। এদের জন্য বিদ্যালয়সমূহে মাত্র ৭শ' ৭৯ জন শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শূন্যপদ রয়েছে প্রধান শিক্ষক ১৫ জন এবং সহকারী শিক্ষক ৭৫ জন।

আবার কোন কোন বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র নামকা ওয়াস্তে ১ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ক্লাস হয় না। এ থানায় কয়েকজন প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ করে জানা যায়, অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যানুপাতে টেবিল, চেয়ার, আসবাবপত্র ও শিক্ষা-উপকরণের দারুণ অভাব রয়েছে বিধায় তাদেরকে মেঝেতে বসে পড়াশোনা করতে হয়। বর্ষাকালে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ছাদ থেকে পানি পড়ে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবার পর থেকে কুমিল্লা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর যেমন আশানুরূপ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি, তেমনিভাবে বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র, শিক্ষা-উপকরণ বৃদ্ধির কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। বিশেষ করে জেলার প্রত্যন্ত-গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকগণও নিয়মিত স্কুলে হাজির থাকেন না বিধায় প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম লাটে উঠেছে এবং বিদ্যালয়গুলোতে বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। একদিকে শিশুরা যেমন বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার আলো থেকে, অন্যদিকে বাধ্য হয়ে তাদেরকে পেটের দায়ে কাজ করতে হচ্ছে বাসায়, দোকানে, কল কারখানায় ও ক্ষেতে-খামারে।